এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অগস্ট ২০১২

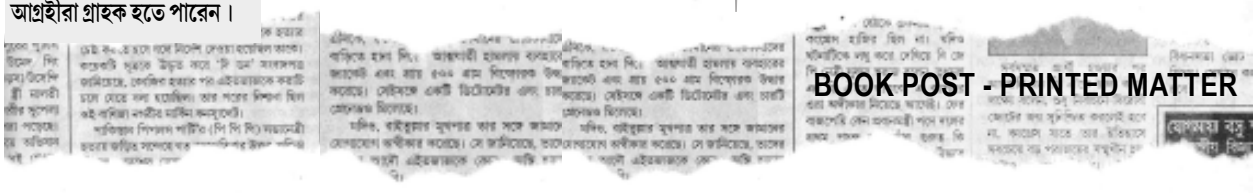

BOOK POST - PRINTED MATTER

পাশবিক ?

১৮/২০

বিশ্বজুড়ে চোরা শিকার-চোরাচালান বাড়ছে। বাড়ছে ক্যামেরুনে-বাংলাদেশে -গিনি ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। মারা হচ্ছে কচ্ছপ-হাতি-গন্ডার। বাংলাদেশে সুটকেসে পাওয়া গেছে চারশো বাচ্চা কচ্ছপ-যার তিনটে প্রজাতি প্রায় -বিলুপ্ত তালিকায়। ক্যামেরুন সীমানার পার্কের চারশো হাতি চোরাগোপ্তা হত্যায় এখন সংখ্যায় অর্ধেক। দক্ষিণ আফ্রিকায় লোপাট হয়েছে পাঁচশো গন্ডার। চোরাচালানে গিনি থেকে উধাও ১৩০টি শিম্পাঞ্জি। এসব তথ্য পাচ্ছি ইন্টারপোল -এর সুবাদে।

বাড়া বাড়ি

১৮/ ২১

সংকট বহুতল নিয়ে। সিএসই-র নিরীক্ষা এমন বলছে। নিরীক্ষা বলছে, বহুতল এলাকায় সবুজ তিন শতাংশের কম, ইমারত শিল্পে খরচ হয় মোট ব্যবহৃত শক্তির ৪০ শতাংশ, কাঁচামালের ৩০ শতাংশ ও জলের ২০ শতাংশ। নিরীক্ষা আরো বলছে, ৪০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্যও এই বহুতল দায়ী আর এই শিল্প থেকে তৈরি হচ্ছে ৩০ শতাংশের বেশি ভারি বর্জ্য।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বীজ

১৮/২২

বীজ বৈচিত্রের বিলুপ্তি নিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমীক্ষা । সমীক্ষা করছে ফাও। ফাও-এর শঙ্কা,পৃথিবীর শস্য বৈচিত্রের ৭৫ শতাংশই লুপ্ত হয়েছে। ফাও বলছে, শস্য বৈচিত্রের নথিকরণ এই সময়ের আশু কাজ।

শক্ ট

১৮/২৩

ভারী ধাতুর দূষণ পরিবহন শিল্প থেকেও। গাড়ির জ্বালানি, টায়ার, ব্যাটারি বিপুল পরিমাণ ভারী ধাতুর দূষণ ছড়ায়। এই দূষণে কার্যকারিতা কমে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধেরও। হালের এক পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে এই তথ্য এসেছে।

সাবধান !

১৮/২৪

আমদানি মারফত দেশে জিএম খাদ্য ঢুকছে। এমন সংশয় দেশের উপভোক্তা মন্ত্রকের। মন্ত্রক আগামী বছর থেকে জিএম খাদ্যের প্যাকেটে জিএম লেখা বাধ্যতামূলক করছে।

তামাকু সেবনের অপকারিতা

১৮/২৫

কেরল-এ তামাকদ্রব্য নিষিদ্ধ। লঙ্ঘনকারীর ৬ বছরের কারাবাস বা ৫ লাখ টাকা জরিমানা। কেরল-এ ৩৫-৪০ লাখ মানুষ

এই তামাক নেয়। যার বড় অংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক। দেশে এই নিষেধাদেশ বলবতে কেরল রাজ্য হিসেবে দ্বিতীয়। প্রথম রাজ্য মধ্যপ্রদেশ।

আলোর পাশে অন্ধকার ১৮/২৬

শহরের রাস্তার আলো থেকে কীটপতঙ্গের ক্ষতি। রাস্তার আলোয় এখন লাইট এমিটিং ডায়োড বা লেড। লেড আলোর তীব্রতায় নাকি কীটপতঙ্গ সহজে শিকারি পোকার নজরে আসছে। এই আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও নাকি এইসব ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর।

ওজোনদার দিল্লি ১৮/২৭

দিল্লির বাতাসে দূষণ বাড়ছে। বাড়ছে এই বছরে। বাড়ছে ওজোনের পরিমাণ। ওজোন বাড়ছে ধীরে ধীরে। বাড়ছে ব্যক্তিগত গাড়ির কার্বন-ডাই -অক্সাইড নিঃসরণ। এখনই এই নিয়ে কার্যকারী পদক্ষেপ না নিলে, ২০২১ নাগাদ শ্বাসরোধী অবস্থা হবে। এসব তথ্য মিলেছে সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের হালের এক প্রতিবেদনে।

খরস্রোত ১৮/২৮

নদী সংযুক্তি নিয়ে প্রশ্ন। প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ নিয়ে। দেশে অনেক নদী এসেছে ভুটান ও নেপাল থেকে, অনেক নদী গেছে বাংলাদেশে। এই প্রকল্প কার্যকর হলে তার প্রভাব পড়বে এই দেশগুলোয়। দেশের সীমার বাইরে এই নদী-সংযুক্তির নির্দেশ দান সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ার বর্হিভুত আর রূপায়ণের নীল নকশাও আদ্যন্ত পরিষ্কার নয়।

গো-Went-Gone ১৮/২৯

দেশের জিন-সম্পদ প্রচার হয়েছে ধনী দেশে। এর ভেতর গরুও আছে। এমন এক গরু ব্রাহ্মণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় এই গরুর অতি চাহিদা। অন্ধ্র সহ কয়েক রাজ্য এই গরু বিদেশ থেকে কিনতে চলেছে। এই ব্রাহ্মণ আসলে চারটি ভারতীয় জাতের গরুর মিলিত বংশধর।

-জঙ্গল ১৮/৩০

বনরক্ষা আইনকে বুড়ো আঙুল। বুড়ো আঙুল তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুতে আছে কালাক্কার মুন্ডানাথুরাই টাইগার রিজার্ভ। সরকার এই অরণ্যের ভেতর থেকে বাণিজ্যিক এস্টেটগুলি অধিগ্রহণ করছে। এই অরণ্যে এস্টেট তেরোটি। অধিগৃহীত হয়েছে বারোটি। একটি এস্টেট ছাড় পেয়েছে। তার ইজারাস্বত্ব ২০২৮ সাল অব্দি বাড়ানো হয়েছে। এই এস্টেটটি আবার জঙ্গলের একদম কোর এরিয়ায়।

গুজরাটি চাষ ১৮/৩১

গুজরাটে পোকা থেকে ফসল রক্ষায় নতুন উদ্যোগ। উদ্যোগ গুজরাট কৃষি-দফতরের। দফতর এইজন্য এক বিশেষ কার্ড বিলি করছে, নাম ট্রাইকো কার্ড। এই কার্ডের গায়ে লাগানো থাকবে বন্ধুপোকার ডিম। ডিম ফুটে বেরোনো পোকা খতম করবে লিফ রোলার ও মাজরা পোকাকে। তারপর বন্ধুপোকা মাঠ ছেড়ে চলে যাবে বা খাবারের অভাবে মারা যাবে। কার্ড প্রতি থাকবে ২০ হাজার ডিম। হেক্টর-প্রতি লাগবে তিন থেকে পাঁচটি কার্ড। এই কার্ড ব্যবহারের কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হবে না। তবে কার্ডগুলি রাখতে হবে ফ্রিজে।

ওং কুড়ুল...! ১৮/৩২

কয়লার চাহিদায় দেদার বন লোপাট। এমন বলছে গ্রিনপিস। বলছে এইজন্য ভারতের ১০ লক্ষ হেক্টর বন মুছে যাওয়ার অপেক্ষায়। যেই বনের ১,৮৬, ০০০ হেক্টর বাঘ, ২,৭৭,৬০০ হেক্টর চিতা ও ৫৫,৯০০ হেক্টরে হাতির বাস। এই জঙ্গল এলাকার আওতায় মধ্যপ্রদেশ-ছত্তিশগড়-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা ও মহারাষ্ট্রের অনেকটা পরে। এদিকে ২০৩১-৩২-এর মধ্যে বিদ্যুৎ-চাহিদা মেটাতে আজকের দ্বিগুণ কয়লা লাগবে। আবার কয়লার আমদানি খরচও বেড়েছে। তাই রাজ্যগুলো জুড়ে ছড়িয়ে থাকা ১৩টি কয়লাখনির পর আরো খনি খোঁজার পরিকল্পনা। জঙ্গল রক্ষার কাজ অমীমাংসিতই থাকছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

১৯বিষ

১৮/৩৩

দেশের লোহা ও ইস্পাত শিল্পের পরিবেশনাশে বড় ভূমিকা। হালে সিএসই এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে। সিএসই হল সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। সিএসই সমীক্ষা করেছে সরকারি-বেসরকারি ইস্পাত কারখানাগুলি নিয়ে। সমীক্ষা ফল বলছে, বিশ্বমানের নিরিখে গ্রিন রেটিং-এ এই শিল্প একশোতে উনিশ পেয়েছে। মানে হল, পরিবেশ তথা জল-জমি-বাতাস রক্ষায় এই শিল্প একপ্রকার ব্যর্থ।

সত্যি নাকি ?

১৮/৩৪

এল নিনোর ফলে সাগর-জীবজগতের ক্ষতি। ক্ষতি পূর্ব-প্রশান্ত মহাসাগরে। এল নিনোর ফলে এই মহাসাগরের প্রবাল প্রাচীরের বিপুল ক্ষয়। ফলে বহু সাগর-উদ্ভিদ ও সাগর-প্রাণী ধ্বংস। সাগর-জীবজগতের এক তৃতীয়াংশই প্রবাল-প্রাচীর নির্ভর। এই ঘটনা ১৯৯৮-এর। কিন্তু এমন অব্দি ঘটনাটি তেমন প্রচার পায়নি।

বাঁধেও !

১৮/৩৫

বাঁধের জলস্তর ওঠানামায় গ্রিন হাউস গ্যাস বাড়ে। এমন বলছেন কানাডার গবেষক ব্রিজেট ডিমার। ডিমার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের। পরীক্ষা বলছে, বাঁধের জলাশয়ের জলস্তর খানিক কমলে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ কুড়িগুণ বাড়ে। আর জল তলানিতে পৌঁছোলে এই নিঃসরণের মাত্রা বেড়ে হয় ছত্রিশগুণ।

যাঃ

১৮/৩৬

বুন্দেলখন্ডে চাষিরা বিপদে। বুন্দেলখন্ডে এবার গমের ফলন বিপুল। বুন্দেলখন্ড গম উৎপাদনে এবার পাঞ্জাবকে পেরিয়েছে। কিন্তু সরকার গম সংগ্রহে দেরি করছে। ফলে চাষি হয়তো কম দামে ফোড়ের কাছে ফলন বিক্রি করতে বাধ্য হবে।

সবুজ ট্রেন

১৮/৩৭

রেলগাড়ি পরিবেশ বিজ্ঞান প্রসারে। রেলগাড়ি জুড়ে পরিবেশ তথা জৈববৈচিত্র প্রদর্শ। এই ট্রেনের নাম সায়েন্স এক্সপ্রেস বায়োডাইভার্সিটি স্পেশাল। এমন ট্রেন বেরোল বিশ্ব পরিবেশ দিবসে। বেরোল নতুন দিল্লি থেকে। যাত্রা -সূচনা করলেন পরিবেশমন্ত্রী। দেশজুড়ে এই ট্রেন একশো স্টেশনে যাবে,দেশের অমূল্য জৈববৈচিত্র দেখাবে—জৈববৈচিত্র তথা পরিবেশ বাঁচাতে বলবে। এই কাজের পেছনে আছে বন ও পরিবেশ মন্ত্রক, সঙ্গে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি দফতর

তকতকে এভারেস্ট !

১৮/৩৮

নোংরামুক্ত এভারেস্ট। এই লক্ষ্যে দুই সংস্থা। নাম এক্সপ্রেস মানি ও এশিয়া ট্রেকিং প্রাইভেট লিমিটেড। আর অভিযানের নাম ইকো-এভারেস্ট এক্সপিডিশন ২০১২। ফি বছর দেশ-বিদেশের শত শত অভিযাত্রী ও ভ্রমণার্থী এভারেস্টে ওঠে, এভারেস্টে ফেলে আসে অনেক কিছু। যার ভেতর তাঁবু ও পাহাড়ে ওঠার সরঞ্জাম , মায় অক্সিজেন সিলিন্ডারও আছে। এই আবর্জনা জমতে জমতে ডাঁই হয়েছে বেস ক্যাম্প থেকে চুড়ো অব্দি। এই অভিযান সেই জঞ্জাল সরাবে।

গ্রামে চলো

১৮/৩৯

গ্রামের জলবায়ু বদল সমস্যা নিয়ে একযোগে কাজ করবে ইক্রিস্যাট ও আইসিএআর। ইক্রিস্যাট মানে ইন্টারন্যাশনাল ক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর সেমি-অ্যারিড ট্রপিকস আর আইসিএআর হল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। এই দুই সংস্থা মিলে গ্রামে যাবে। জলবায়ু বদলের সমস্যা নিয়ে গ্রামের কথা শুনবে, দেখবে, শিখবে। তারপর সেইমতো তাদের জ্ঞান ও কারিগরি দিয়ে সেই সমস্যা মেটাতে সাহায্য করবে।

প্র যা পতি

১৮/৪০

ইংল্যান্ডে প্রজাপতি কমেছে। কমেছে ২২ শতাংশ। এই নিয়ে সমীক্ষা করেছে ওদেশের বাটারফ্লাই কনজারভেশন, দ্য ব্রিটিশ ট্রাস্ট ফর অরনিথলজি আর সে ফর ইকোলজি অ্যান্ড হাইড্রোলজি। সব চেয়ে বেশি কমেছে স্মল টরটাস শেল প্রজাপতি, কমেছে কমন ব্লুও। কারণ বলা হচ্ছে গ্রীষ্মে শীত আসা ও কীটপতঙ্গের উপযোগী বাসার অভাব।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

দিল্লি কা ফল ১৮/৪১

দিল্লিতে কার্বাইডে ফল পাকানো কমেছে। দিল্লিতে ফুড অ্যান্ড সেফটি স্ট্যান্ডার্ড আইন মোতাবেক নজরদারি বেড়েছে। ফল পাকানোয় কার্বাইড কমা যার কারণ। এই কার্বাইড আসলে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, লাগে নাকি গ্যাস ওয়েল্ডিং-এ। যার থেকে নাকি মুখে ঘা,ক্যান্সার ইত্যাদি হতে পারে ।

শু-ভক্ষণ ! ১৮/৪২

খাদ্য ও কৃষি নিয়ে দুনিয়া সোচ্চার। সোচ্চার বিষমুক্ত কৃষি ও খাদ্য নিয়ে, সোচ্চার কৃষি-স্বাধীনতা নিয়ে। দেশে এর আহ্বায়ক অ্যালায়েন্স ফর সাসটেনেবল অ্যান্ড হোলিস্টিক এগ্রিকালচার নামের সংহতি। সংহতির ছোট নাম আশা। এই সংহতিতে রয়েছে দেশের ২০টি রাজ্যের বহু সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষ। আর অভিযানের নাম 'ইন্ডিয়া ফর সেফ ফুড'। অভিযান প্রচার পাচ্ছে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, প্রচার পেয়েছে 'সত্যমেব জয়তে' অনুষ্ঠানের 'কীটনাশকের বিপদ' শীর্ষক পর্বে।

প্রকাশিত হয়েছে

কৃষি একটি অব্যর্থ মারণাস্ত্র

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে। চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে। দেশি বীজ আর থাকবে না। জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে। এইসব নিয়ে এই বই।

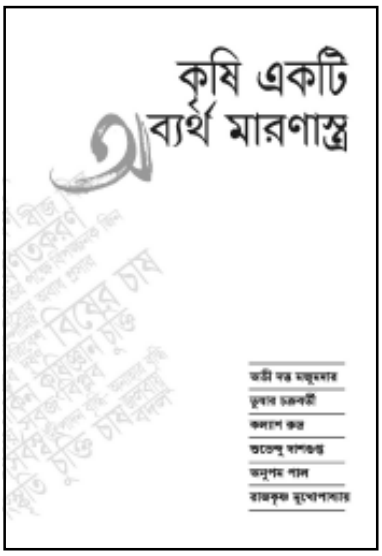

সাইজ (৪.৭৫"X ৭") সাইজে ১৪ পয়েন্টে ন্যাচারাল কালার কাগজে ছাপা, পাতা সংখ্যা ৭৯, মূল্য : ৫০ টাকা, প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি

১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১ ।। ২৪৭৩৪৩৬৪।।২৪৪২৭৩১১ ।।৯৪৩৩৫১১১৩৪

drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু